Annual Report 2023 Template

Project Fact Sheet

Reporting period: Jan 2023 – Dec 2023

Project title/ SDG Union:		
Funded by:		
Project Duration:	From:	To:

Executive Summary or A Small Project /Unit brief (maximum in two-three para including project/unit goal/objectives and Intendent results):

'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি' এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার প্রত্যয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছেন 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' এর সদস্যবৃন্দ। টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৩ সালে নারীনেত্রীগণ সার্বিকভাবে পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের লক্ষ্য:
"বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক"-এর মূল লক্ষ্য হলো, নারী পুরুষের সমতা অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ সৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে একদল নারীকে সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও অনুপ্রাণিত করা।

উদ্দেশ্য:
নেটওয়ার্কটি হলো এমন একটি প্লাটফর্ম, যার মাধ্যমে তৃণমূলের নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা, সারাদেশে নারী নেত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন ও জোরদার করা, নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের অবসান ঘটানো, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীর প্রতি সকল সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে এসডিজি (স্যাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল) বা "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অর্জন করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মএলাকা

- ইউনিয়ন কমিটি - ১৯৯টি
- উপজেলা কমিটি - ৬৮টি
- জেলা কমিটি - ৫১টি
- জাতীয় কমিটি - ০১টি
- কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি - ০১টি
- নেটওয়ার্কে মোট নারীনেত্রীর সংখ্যা ৫৮৬৬ জন

আত্মশক্তিতে বলীয়ান এই সকল নারীনেত্রী বিশ্বাস করেন যে, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে গৃহীত তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সমাজে বিরাজমান লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে শুধু ভূমিকাই রাখবে না, বরং নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Key results/Outcomes:

Note:

- *Pls mention your significant results and contributions/ attributions in year 2023;*
- *Results should be concise in line with output and outcome;*
- *Pls attach interactive or action-oriented photos with catchy captions;*

আউটপুট

- ১৬টি নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৪৭১ জন নারীনেত্রী এই নেটওয়ার্কের সাথে নুতনভাবে যুক্ত হয়েছেন।
- ১০টি অঞ্চলে ১৯টি উন্নয়ন বিষয়ের উপর ৩৪৮টি মাসিক ফলোআপ সভা এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ফলোআপ প্রশিক্ষণে ৫৪৯৯ জন নারীনেত্রী উপস্থিত ছিলেন।
- "অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি, স্বাস্থ্যবার্তা ও প্রজনন স্বাস্থ্যে নারীর অধিকার" বিষয়ে ৭০৭টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রায় নারীনেত্রীগণ প্রায় ১১ হাজার নারী ও পুরুষকে সচেতন করেছেন।
- WASH বিষয়ে ২৯৫টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীনেত্রীগণ প্রায় ৬ হাজার নারী ও পুরুষকে সচেতন করেছেন।
- ৪৩টি ইউনিয়ন কমিটি, ৬টি উপজেলা কমিটি, ১৬টি জেলা কমিটি, ১টি জাতীয় কমিটি এবং ১টি কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বমোট ৬৯টি কমিটি গঠন/পুন:গঠন করা হয়েছে এবং এই সকল সভায় ১১৭৫ জন নারীনেত্রী উপস্থিত ছিলেন।
- ২১৬টি ইউনিয়ন কমিটি সভা, ৯টি উপজেলা কমিটি সভা, ২৩টি জেলা কমিটি সভা, ২টি জাতীয় কমিটি সভা এবং ৩১টি কেন্দ্রীয় কমিটি সভাসহ সর্বমোট ২৫৩টি কমিটি সভায় ৩৯২১ জন নারীনেত্রী অংশগ্রহণ করেছেন।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩৬জন নারীনেত্রীর জীবন সংগ্রাম ও সফলতার গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'নারীর কথা-১৮' নামক জার্নাল।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ নারীনেত্রীদের উদ্যোগে দেশের ১৪৭টি স্থানে উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং প্রায় ১৪২৯৪ জন নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেছেন।
- জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩ নারীনেত্রীদের উদ্যোগে দেশের ৮৫টি স্থানে উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং প্রায় ৭ হাজার শিশু এবং নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেছেন।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান ৩০টি এবং উঠানবৈঠক হয়েছে ১৫৯২টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ২৯৩১৯ জন মানুষকে সচেতন করা হয়েছে।
- যৌতুক প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান ৩৮টি এবং উঠানবৈঠক হয়েছে ১২৯৯টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫২৫৩ জন মানুষকে সচেতন করা হয়েছে।
- বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য প্রচারাভিযান ১০টি এবং উঠানবৈঠক হয়েছে ২০৯টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৫৩১ জন মানুষকে সচেতন হয়েছে।
- জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রচারাভিযান ২০টি এবং উঠানবৈঠক হয়েছে ৬১১টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ১২১৯৭ জন মানুষকে সচেতন করা হয়েছে।
- নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানী বিষয়ক প্রতিরোধে ২০৯টি উঠানবৈঠকের মাধ্যমে ১৬৭৬৯ জন মানুষকে সচেতন করা হয়েছে।
- গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে ১৩৩৩টি উঠানবৈঠকের মাধ্যমে ২৫৯১২ জনকে সচেতন করা হয়েছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তি বিষয়ে প্রচারাভিযান ১৩৪টি এবং উঠানবৈঠক হয়েছে ৮১৩টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ১৮৯২৮ জন মানুষকে সচেতন করা হয়েছে।
- বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে ১২৮টি আলোচনা সভার মাধ্যমে ২৩৫৩ জনকে সচেতন করা হয়েছে।
- হাতধোয়া ও স্বাস্থ্যকর পরিচর্যা এবং স্যানিটশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারে প্রচারাভিযান ৯০টি এবং উঠানবৈঠক হয়েছে ২১৭টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ১৩৩৩২ জন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ বিষয়ে প্রচারাভিযান হয়েছে ৬২৪টি। এই কমূসূচির মাধ্যমে ১৯৭৪৬ জন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

- ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা সভা বিষয়ক ২৯০টি উঠানবৈঠক কমূসূচির মাধ্যমে ৩৭৯০ জন মানুষকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে জানানো হয়েছে।
- ৪৭টি ভিসিএ কর্মশালায় ১০১৫ জন যুক্ত ছিলেন।
- সামাজিক ও শান্তি সম্প্রীতি সম্পর্কে প্রচারাভিযান ৪৯টি, কর্মশালা ৯টি এবং উঠানবৈঠক হয়েছে ৫৮টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ১৬৫৯ জন মানুষকে অবহিত করা হয়েছে।
- অভিভাবক সভা ১৪৯টি হয়েছে, যার মাধ্যমে ৩১৯৬ জন অভিভাবককে অবহিত করা হয়েছে।
- "মেয়েদের জন্য নিরাপদ স্কুল" বিষয়ে প্রচারাভিযান ৮টি এবং কর্মশালা হয়েছে ১৭৭টি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৩২৭৮ জনকে অবহিত করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার বিষয়ক ২৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালার মাধ্যমে ৪৩০ জন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।
- করোনা ভাইরাস বিষয়ক ২৫টি প্রচারাভিযানে ৪২১ জন উপস্থিত থেকে এই বিষয়ে অবগত হয়েছেন।

আউটকাম

- সমগ্র দেশে ১০১৭২ জন নারীনেত্রীর দৃঢ়তাপূর্ণ নেতৃত্বে ২৬৯টি কিশোরী শিশুবিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে।
- ২৬৫ জন নারীর বিবাহ, যৌতুকমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।
- ১১৮টি বিবাহ-নিবন্ধন নিশ্চিত হয়েছে।
- ২০৪টি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে।
- নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নারীনেত্রীগণ প্রায় ৩ হাজার গর্ভবতী মায়ের টিকা, ৩২২৬ জন মা ও নবজাতকের ওজন এবং ১৭৫৩ জন মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করেছেন।
- ২৫১৮ জন গর্ভবতী মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করেছেন।
- স্ব-উদ্যোগে ১০১১ জন নারীনেত্রী ৩৪টি ক্ষুদ্র সংগঠন গড়ে তুলেছেন।
- অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৪৮৫ জন আয়বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নারীনেত্রীবৃন্দ বসতভিটার আশে-পাশে প্রায় ১৫ হাজার বৃক্ষরোপন করেছেন।
- ১১৯৯৩ জন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়েছে।
- ঝরেপড়া প্রতিরোধে ১৮০২ জন শিশুকে স্কুলমূখী করা হয়েছে।
- ৯২৮ জনকে বয়স্কশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩২৯৫ জন মানুষের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ৫১২৩ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে।
- নিরাপদ /স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের জন্য ৬৪২টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, ২৬৫টি টিউবওয়েল স্থাপন এবং ৭৯৬টি আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল পরীক্ষা করা হয়েছে।

Key challenges:

Note:

- *Pls mention 2/3 major challenges or obstacles you faced in year 2023 to implement this project*

- সকল অঞ্চলে ইস্যুভিত্তিক মাসিক ফলোআপ প্রশিক্ষণসহ নারীনেত্রীদের সকল পর্যায়ের কমিটির সভা অনিয়মিত হওয়া। তবে, যে সকল প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ রয়েছে, প্রকল্পকালীন সেই সকল অঞ্চলে নারীনেত্রীদের ফলোআপ সভা নিয়মিত আয়োজনের চেষ্টা করা হয়।
- সকল পর্যায়ে নারীনেত্রীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ না থাকায় এমআইএস-এ নারীনেত্রীদের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য এন্ট্রি না করার কারণে যথাযথ আউটকাম রিপোর্ট আপডেট করা যায় না। তবে, বিভিন্ন প্রয়োজনের সময় (যেমন, অনলাইন সভা, দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে) বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নারীনেত্রীদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তাদের তথ্য এমআইএস-এ হালনাগাদ করা হয়।

Key learnings:

Note:

- *What went well and why? (behavioral/ institutional/ policy/ local level etc.)*
- *What didn't go well and why? (behavioral/ institutional/ policy/ local level etc.)*

- *Any new strategy or action or recommendation you want to propose?*

- *What went well and why? (behavioral/ institutional/ policy/ local level etc.)*

ক. সারাদেশ থেকে প্রায় সহস্রাধিক নারীনেত্রী বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ৮ম জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ এ স্ব-উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে তাঁরা ৯ম জাতীয় সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত ১০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন।

খ. জয়িতা অন্বেষণ ২০২৩ এ উপজেলা পর্যায়ে ৫টি ক্যাটাগরীতে ১১জন নারীনেত্রী নির্বাচিত হয়েছে।

গ. সিটি কর্পোরেশন র্নিবাচন-২০২৩ এ ৩জন নারীনেত্রী সংরক্ষিত আসনে কাউন্সিলর হিসেবে র্নিবাচিত হয়েছেন।
(নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন-১জন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন-১জন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন-১জন)

ঘ.
১.আনোয়ারা বেগম, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা কমিটির সভাপতি। ২০২৩ সালে পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হতদরিদ্র ৬০০ পরিবারের মানুষের মাঝে স্ব-উদ্যোগে চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে সহায়তা করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে ১২০০ পরিবারকে পরিবার প্রতি নগদ ৬০০০/- টাকা পাইয়ে দেন।

২.স্বর্নিভর সূচনা নারী উন্নয়ন সংস্থা প্রশিক্ষণ সংগঠনের উদ্যোগে (শাহানা হক যুগ্ম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যর্নিবাহী কমিটি এবং সভাপতি কুমিললা জেলা কমিটি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক)

১. ২টি সেলাই প্রশিক্ষণের ৪০জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে ১ম হয়েছে ২জনকে ২টি সেলাই মেশিন প্রদান করেছে।
২. ১০০জন হত দরিদ্র পরিবারে নারী সদস্যদের মাঝে শীতবস্ত্র ১০০টি কম্বল বিতরণ করেছে।
৩. ১২০জনকে ঈদুল ফিতরের সামগ্রী (চাল, ডাল, লবন, শেমাই, চিনি, গুড়াঁদুধ,তেল ইত্যাদি) বিতরণ করেছে।
৪. পবিত্র রমজানের ১০রমজান থেকে ৩০ রমজান পর্যন্ত ৫০/৬০টি পরিবারে রান্না করা ইফতার এবং সেহেরীর খাবার বিতরণ করেছে।
৫. ঈদুল আযহায় সংগঠনের ১৫/২০ জনের যাকাতের টাকা দিয়ে গরু কিনে ২২/২৪জনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে।

৩. শামীম আক্তার উপদেষ্টা, কক্সবাজার জেলা কমিটি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

১. এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী ২জন ছাত্রীর ফর্মফিলাপ করে দিয়েছে।
২. প্রথম আলো বন্ধুসভার শীত বস্ত্র বিতরনে ১০জনের আর্থিক সহযোগিতায় করেছে।
৩. দূরারুগের ৫জনের চিকিৎসা সেবায় সহায়তা করেছে।
৪. হতদরিদ্র ২টি পরিবারে ঘরতৈরী করে দিয়েছে।
৫. সমাজসেবা ও মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরে ১০জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।
৬. বিদেশ যাওয়ার জন্য ২জনকে আর্থিক সহযোগিতায় করেছে।

- *What didn't go well and why? (behavioral/ institutional/ policy/ local level etc.)*

ক. মাসিক ফলোআপের মধ্যবর্তী সময়ের দূরত্ব এবং অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিকতা না থাকায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নারী নেতৃত্ব বিকাশের গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পায়।

খ. (১) মাসিক ফলোআপ প্রশিক্ষণ এবং সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়কদের যথাযথ প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে।
(২) স্থানীয় পর্যায়ে নারীনেত্রীদের উদ্যোগের তথ্যায়ন না হওয়ায় উদ্যোগগুলোর খবর/তথ্য প্রচার পায় না।

গ. আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী নারীনেত্রীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (জব প্লেসমেন্ট, মার্কেট লিংকেজ) না থাকা।

- *Any new strategy or action or recommendation you want to propose?*

ক. সিডও সনদের গুরুত্ব এবং পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীনেত্রীদের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
খ. ইস্যুভিত্তিক মাসিক ফলোআপ প্রশিক্ষণে সহায়কবৃন্দের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
গ. বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল পর্যায়ের কমিটির সভা নিয়মিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
ঘ. এমআইএস-এ নিয়মিত নারীনেত্রীদের ডাটা/তথ্য নিয়মিত এন্ট্রি দেয়া ও আপডেট করা।

Case Story: At least two outcome-based case stories with action-oriented Photos.

নিজের ও সমাজের পরিবর্তনে এগিয়ে চলছেন আঁখি

সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন # বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে প্রথম আসমা আক্তার। আর নানার দিকের আত্মীয় মামা-খালাদের প্রথম সন্তান হবার সুবাদে সবার আদর যত্নে ছিলেন তিনি। আদর করে আসমাকে সবাই আঁখি নামেই ডাকে। আঁখি বড় হতে থাকেন তার জন্মস্থান কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার মৈশাতুয়া ইউনিয়নের নিশ্চিতপুর গ্রামে। বাবা রুস্তম আলী ছিলেন কৃষক, আর মা কহিনুর বেগম একজন গৃহিণী।

এক সময় আঁখির স্থান হয় চট্টগ্রামে নানা-নানীর কাছে। ভর্তি হন চট্টগ্রাম বায়েজিদ সরকারি বিদ্যালয়ে। পরে আবার ফিরে আসেন বাবার অভাবের সংসারে। এর মধ্যেই ২০১৪ সালে আঁখি আমতলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ২০১৬ সালে নীলকান্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। একই বছর তিনি নোয়াখালির দত্তের হাট এনআরডিএসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৯৫তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বাড়িয়ে দেয়, তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ তৈরি করে এবং তাকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। প্রশিক্ষণটি তাকে শেখায়, প্রত্যেক মানুষের স্বাবলম্বী হওয়ার অধিকার রয়েছে এবং চাইলে নারীরাও সফল হতে পারে।

আঁখি তার লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়া এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য টিউশনি করা শুরু করেন। এছাড়া তিনি নিজ বাড়িতে ছাগল ও হাঁস পালনের উদ্যোগ নেন। বর্তমানে তার ৮টি ছাগল, ৬টি রাজহাঁস, ২২টি হাঁস রয়েছে। এসব উদ্যোগ থেকে তিনি প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৫ হাজার টাকা আয় করতে থাকেন।

এর পাশাপাশি আঁখি নানাবিধ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত হন। আঁখির কাজে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দেন তার মা। আঁখি এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায় ৩০টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেছেন। তিনি ২৫ জন শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, ১৩ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ, ৪ জন শিশুকে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। বৃক্ষরোপণ করেছেন প্রায় ৩০০টি। এছাড়া বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও ঝরে পড়া রোধ, মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে আয়োজিত প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

নারীনেত্রী ফজিলা খানমের প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ

নারীনেত্রী ফজিলা খানম দীর্ঘদিন ধরে নিজ এলাকায় (গ্রাম: ছোট শাখারিয়া, ইউনিয়ন: হেমনগর, উপজেলা: গোপালপুর, জেলা: টাঙ্গাইল) বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি শাখারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া তার প্রতিবেশী শান্তি খাতুনের বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হন।

গত ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ফজিলা খানম জানতে পারেন যে শান্তি খাতুনের পরিবার তার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করছে। তখন তিনি ছুটে যান শান্তি খাতুনের বাবা নিজাম বিশ্বাস এবং মা জরিনা খাতুনের সঙ্গে আলোচনার জন্য। দীর্ঘ সময় তাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার আলোচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তি খাতুনের বাবা-মা মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তাকে বিয়ে দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন। বর্তমানে শান্তি খাতুন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

ফটোগ্রাফি:

নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি
বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের
অষ্টম জাতীয় সম্মেলন-২০২৩

নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি
২৫০তম নারীনেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক
ফাউন্ডেশন কোর্স

২৫৩ তম নারীনেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক
ফাউন্ডেশন কোর্স

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে
র‍্যালি ও আলোচনা সভা

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারক

শাহীনা আক্তার
কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী
বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
৮ মে ২০২৪